24 JUL 2008

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সঙ্কট

নামিদামি সব স্কুলেই একাদশ শ্রেণী চালু করা দরকার

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সব বিভাগেই উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, কমেছে শূন্য পাসের স্কুলের সংখ্যা, কমেছে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা।

সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করছেন, বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। শিক্ষার্থীরা সবাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। ভালো পাস মানেই ভালো কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নয়। এবার অনেক বেশি ছেলেমেয়ে খুব ভালো ফল করেছে। সবাই চাইছে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় কলেজে ভর্তি হতে। কিন্তু এগুলোর আসন সংখ্যা সীমিত। এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৫০০ ছাত্রছাত্রী। ভালো কলেজগুলোতে আসন আছে সর্বাধিক প্রায় ২৫ হাজার। তাই রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাওয়া সত্ত্বেও ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো কলেজের সংখ্যা ও সেগুলোর আসন সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষা নেয়া হবে না। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট এবং বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে। ফলে ভর্তি ক্ষেত্রে তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

এ সঙ্কট নিরসনে সরকার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকার তিনটি স্কুলসহ মোট সাতটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় ৮০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ঢাকার শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী চালু করা হবে। আর চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল, খুলনার জিলা স্কুল ও বরিশালের জিলা স্কুলেও একাদশ শ্রেণী চালু হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঢাকা মহানগরীতে পাঁচটি ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পাঁচটি করে মোট ১০টি নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী চালুকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমটি চালু হচ্ছে। ২৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। আরো জানা গেছে, আগামী বছর থেকে সিলেট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার থেকে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে পদায়ন করাসহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে শিক্ষক নির্বাচন করা হবে। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ, তবে বাস্তব প্রয়োজন পুরোপুরি মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

এর আগে গত বছর রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে একাদশ শ্রেণী চালু করা হয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা কোনোভাবেই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। এখন এ বছরও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আগামীতে হয়তো অকৃতকার্যতা কমে গিয়ে পাসের হার আরো বাড়বে। কারণ সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষা হবে ২০১০ সাল থেকে। এনসিটিবি, গবেষক, সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসকরা মনে করছেন, ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষা ভালো হবে। অকৃতকার্যের সংখ্যা কমবে। তখন আরো বেশি বেশি পাস করবে এসএসসি পরীক্ষায়। তাদের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত এখনই করতে হবে। তাই নামি দামি সাতটি স্কুলে কেবল একাদশ শ্রেণী চালু করাটা মোটেও যথেষ্ট হবে না, পর্যায়ক্রমে দেশ জুড়ে সব ভালো স্কুলে একাদশ শ্রেণী চালু করতে হবে।

স্কুলগুলোতে একাদশ শ্রেণী চালু করা হলে ভালো কলেজে ভর্তি নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা কিছুটা হলেও কাটবে। এরপর শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্যান্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রমও গৃহীত হলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ এ শিক্ষার্থীরা যথার্থই মানবসম্পদে পরিণত হবে।